ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮৪২
আগরতলা,২১ জুলাই,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘মানিক সাহাকে-কে জিজ্ঞাসা করুন!’ পাঁচ ক্লাস পড়ুয়ার মৃত্যু’’ এই শিরোনামে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় গত ১৫ জুলাই, ২০২৫ এবং ‘‘জিবিতে চিকিৎসার গাফিলতিতে ফের রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ’’ এই শিরোনামে গত ১৬ জুলাই, ২০২৫ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দু’টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদ দু’টির পরিপ্রেক্ষিতে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে আনুমানিক বিকাল ৪:৫০ মিনিটে ইর্মাজেন্সি মেডিসিন বিভাগে কুনাল দাস (১৩ বছর ৯ মাস) নামে একজন রোগী ভর্তি হয়। তার মা এবং পরিবার পরিজনেরা তার বুকে ব্যথা ও বমি হচ্ছে বলে জানান। প্রাথমিক পরীক্ষার পর, রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল পাওয়া যায় এবং বুকে ব্যথার জন্য প্রাথমিক ইসিজি করা হয় ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। ইসিজি মূল্যায়নের পর রোগীর অ্যাটেন্ডারদের রোগীর অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং একজন ফিজিশিয়ানের কাছে রেফার করা হয়, যার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী রোগীকে মেডিসিন বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রোগী আর ইর্মাজেন্সি বিভাগে ফিরে আসেনি।

একই তারিখে, রাত ১১:৩০ মিনিটে রোগী আবার ইর্মাজেন্সি বিভাগে ভর্তি হন। তার মা তাকে একই ধরণের সমস্যা নিয়ে আসেন এবং সাথে খিঁচুনি হতে থাকে এবং পরবর্তীতে সাড়া দেওয়া কমে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক কর্তৃক প্রাথমিক মূল্যায়নের পর তাকে রুম এয়ারে ৫৬% অক্সিজেন স্যাচুরেশন সহ গুরুতর হাইপক্সিক অবস্থায় পাওয়া যায়। রক্তচাপ ছিল ৯০/৬০ এবং পালস রেট ছিল ১৪০ প্রতি মিনিট। এখানে উল্লেখ্য যে, রোগী পূর্বে হাইপক্সিক ইস্কেমিক এনসেফালোপ্যাথির একজন রোগী ছিল। রোগীকে তাৎক্ষণিক অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয় এবং তাকে ইর্মাজেন্সি মেডিসিন ওয়ার্ডের রেড জোনে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র দেওয়া হয় এবং রোগীর কোনো শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রচেষ্টা না থাকায়, কর্তব্যরত চিকিৎসক উপস্থিত রোগীর অ্যাটেন্ডারদের কাছে সম্পূর্ণ অবস্থা ব্যাখ্যা করে এবং তাদের যথাযথ লিখিত সম্মতি নিয়ে রোগীকে ইনটিউবেট করার সিদ্ধান্ত নেন। রোগীকে সফলভাবে ইনটিউবেট করা হয় এবং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রাখা হয়, যেখানে তিনি ১০০% সহ ৯৯% অক্সিজেন স্যাচুরেশন বজায় রাখছিলেন, পালস রেট ছিল ১৫০ প্রতি মিনিট এবং রক্তচাপ ছিল ১৪০/৯০ এরপর ফিজিশিয়ান, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি এবং আইসিইউ এনটিএইচ এবং এসএসবি ব্লক উভয়ের সাথে যথাযথ পরামর্শ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকরা রোগীকে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলি সময় মতো অনুসরণ করা হয়েছে। রোগীকে ব্রেইনের সিটি স্ক্যান এবং বুকের এক্স-রে করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রোগী দুর্বল সাধারণ অবস্থার কারণে রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষাগুলি স্থগিত করা হয়। জরুরী বিভাগে সেই সময়ে রোগীর সম্পূর্ণ চাপ থাকা সত্ত্বেও কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে বারবার দেখেছেন এবং নার্সিং অফিসাররা সময় মতো সমস্ত নির্ধারিত ওষুধপত্র দিয়েছেন।

২-এর পাতায়

১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাত ২:২০ মিনিটে রোগী উদ্দীপনায় সাড়া দিচ্ছিলেন না এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট প্রোটোকল অনুযায়ী সিপিআর শুরু করেন এবং ইনজেকশন অ্যাড্রেনালিন একাধিকবার ইন্ট্রাভেনাসে দেওয়া হয়। প্রায় ১৫ মিনিট দম ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার পরও তার শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরে আসেনি এবং রোগীকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ঘটনার সময়, রেড জোনে সম্ভাব্য এমসিপি পতনের কারণে বৈদ্যুতিক আলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইউপিএস ব্যাকআপের কারণে সমস্ত প্লাগ পয়েন্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল এবং তাই সমস্ত মনিটর, ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য মেশিনগুলি সঠিকভাবে চলছিল, যা কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং উপস্থিত নার্সিং অফিসাররাও নিশ্চিত করেছেন এবং ভেন্টিলেটরের ইভেন্ট লগ রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে। পরবর্তীতে, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কর্মীরা নিশ্চিত করেন যে এমসিপি পড়ে গিয়েছিল এবং ১০ মিনিটের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল।

উল্লেখ করা উচিত যে, কর্তব্যরত চিকিৎসকদের দ্বারা রোগীর অ্যাটেন্ডারদের অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করার দাবি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। কারণ কর্তব্যরত কোনো চিকিৎসক এমন মন্তব্য করেননি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক অ্যাটেন্ডারদের আগমনের পর থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি তাদের মোবাইলে ধারণ করছিল। চিকিৎসক এবং নার্সিং অফিসাররা রোগীকে বাঁচানোর জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করেছেন এমনকি প্রাথমিকভাবে রোগী শ্বাস না নিলেও তাকে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রেখেছিলেন, কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোগী মারা যান। উল্লেখ্য রোগীকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীরা অবিরাম প্রচেষ্টা করেছিলেন।

*****